ছাত্র রাজনীতি ও জাতির ভবিষ্যৎ

আমাদের দেশে ছাত্রসমাজের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। ভাষা আন্দোলনের সূচনা, ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য ছাত্রদের আত্মদান থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এদেশের রাজনীতির অঙ্গনে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ছাত্র উচ্ছৃংখলতা ছিল ব্যতিক্রম।

ছাত্র-রাজনীতি সম্পর্কে একাডেমিক বিতর্কে না গিয়েও বলা চলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ছাত্রসমাজ কখনও বিচ্ছিন্ন ছিল না এবং বিচ্ছিন্ন থাকার উপায়ও নেই। তবু ছাত্র-রাজনীতির ক্ষেত্রে সুস্থ গণতান্ত্রিক চেতনা এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী চলার ধারাটা স্বাধীনতার পর থেকে ভিন্নখাতে চলতে শুরু হয়। পাকিস্তানী আমলে ছাত্র-রাজনীতিতে মারামারি, গুন্ডামি, অন্যায় পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু সেদিন যারা ছাত্রদের চরিত্রহীন করে সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধার এবং গণতান্ত্রিক চেতনা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল, তারা সকলের ধিক্কার কুড়িয়েছে। আজকে এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বাহবা কুড়িয়ে থাকে। রাজনৈতিক দলের মাসল হিসাবে এদের ব্যবহার এখন আর কোন একটি রাজনৈতিক দলের একচেটিয়া নয়।

তাই স্বাধীনতার পর শিক্ষাঙ্গনসমূহে বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় খুন এবং হলে হলে অস্ত্রের আস্ফালন বাড়তে থাকে।

'৭০ দশকের শেষের দিকে ও এখন '৮০ দশকের শুরুতে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিবাদে মিছিল করতে হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা প্রতিনিয়তই নষ্ট করা হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ।

গণতন্ত্র, সহিষ্ণুতা, ন্যায্য দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন, ছাত্রদের নিজস্ব শিক্ষাগত সমস্যাসহ সর্বপ্রকার আন্দোলনের নামে শিক্ষাঙ্গনে উচ্ছৃংখলতা বাড়ছে। দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতা, এবং সকল সরকারের আমলেই একশ্রেণীর প্রশ্রয় পুষ্ট ছাত্ররা এই পরিস্থিতিকে আরও অবনতির মুখে ঠেলে দেয়।

কিন্তু সংকীর্ণ দলবাজির মুখে ছাত্র সমাজকে নিক্ষেপ করে কোন কোন রাজনৈতিক দল যখন গণতন্ত্রের জন্য মায়াকান্না কাঁদে, তখন সেই অবস্থা থেকে প্রতিকারের পথ খুঁজে পাওয়া দায়।

ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে মত-পার্থক্য স্বাভাবিক। আর স্বাভাবিক বলেই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু তারা একটা বিষয়ে সবাই একমত হবেন যে, কখনো কখনো এই মত পার্থক্য নিরসনের প্রশ্নে যুক্তি তর্ক ছাপিয়ে আবেগ প্রবল হয়ে ওঠে। আর সেই মুহূর্তে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পরমত সহিষ্ণুতার কথা সাময়িক উত্তেজনাবশে ভুলে যায়। এর ফলে মতবিরোধ মিটাবার যে ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করে সেটা কার্যতঃ ছাত্র সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক সময় দেখা যায়, মতভেদটা মৌলিক নয়, একান্তই ঘরোয়া। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ধৈর্য ও পারস্পরিক সহনশীলতার পরিচয় না দিয়ে অসংযত ক্রোধ পেশী শক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকে। ফলে আত্মকলহ প্রবল হয়ে ওঠে। এই আত্মবৈরী ধারা ছাত্রসমাজের বৃহৎ ঐক্যের সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ণ করে। এর ফলে প্রতিক্রিয়ার শক্তিই লাভবান হয়।

ছাত্র সমাজ চিরদিন সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে দেশের সংকটময় মুহূর্তে রাজনৈতিক দলসমূহকে গণতান্ত্রিক ঐক্যের পথে আসতে বাধ্য করেছে। কিন্তু তারাই যদি আজ সেই সংকীর্ণতার শিকার হয়, তবে স্বীকার করতে হবে জাতি আজ পরম দুর্দিনের মুখোমুখি।

আমরা দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষভাবে ব্যাপক ছাত্রসমাজের কাছে আবেদন জানাই, এই আত্মহত্যাকর প্রবণতা, ছাত্রসমাজের মুখে কালি লেপনের জন্য মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র তারা যেকোন দল বা মতের অনুসারী হন, তাদের তান্ডব বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে উৎখাত করুন। দলীয় আনুগত্যের লেবাস অনুযায়ী বিচার না করে তাদের কার্যকলাপ দিয়ে তাদের চরিত্র ও মুখোশ উন্মোচন করুন। প্রতিক্রিয়ার ধারাকে সহজে চেনা যায়, কিন্তু যারা ছদ্মবেশ ধরে মানুষকে ভাষার তুবড়িতে মুগ্ধ করে, কিন্তু তাদের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে যখন বর্বর মূর্খবিকার প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাকে ধিক্কার দিতে ব্যর্থ হলে, শিক্ষা ও সমাজ জীবন বিপন্ন ও অর্থহীন হয়ে পড়বে।

বিশ্ববিদ্যালয় তথা সকল শিক্ষাঙ্গনকে দলবাজি রাজনীতির কোন্দল থেকে দূরে রাখার জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের একযোগে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে হবে। নতুবা আজকের ছাত্ররা ভবিষ্যতে কুশিক্ষা প্রাপ্ত নাগরিক হিসাবে সমগ্র জাতিকে পঙ্গু হীনবীর্য ও চরিত্রহীন করে ফেলবে।